তারিখ ... 17 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বইয়ের সহিত শত্রুতা!

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার কাঠিগ্রামের একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর বই ছিঁড়িয়া ফেলিবার ঘটনা ঘটিয়াছে। স্কুলটির নাম প্রকাশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ইত্তেফাকের মফস্বল পাতায় প্রকাশিত খবরে বলা হইয়াছে, ভাল ফলাফলের জন্য সন্ধ্যার পর এখানে অতিরিক্তি ক্লাস নেওয়া হয়। ঘটনার রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বইগুলো শ্রেণিকক্ষে রাখিয়া বাড়ি চলিয়া যায়। ইহার পর ঐ রাত্রে কে বা কাহারা জানালা ভাঙিয়া শ্রেণিকক্ষে অনুপ্রবেশ করে এবং বইগুলো ছিঁড়িয়া ফেলে। শ্রেণিকক্ষে ছড়ানো ছিটানো সেইসব বইয়ের ছবিও ছাপা হইয়াছে ইত্তেফাকে। ইহাতে বইপ্রেমীদের মর্মাহত হইবারই কথা। তাহাছাড়া আর কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হইবে পিএসসি পরীক্ষা। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরাও এক চরম সংকটে পড়িয়াছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এই বই ছিঁড়িয়া ফেলিবার ঘটনাটি যে বা যাহারাই ঘটাইয়া থাকুক না কেন, তাহারা চোর নহে; তাহারা দুষ্কৃতকারী। ইহা সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। যদিও উপজেলা শিক্ষা অফিসার ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন করিয়া বইয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তথাপি এই ঘটনার সহিত জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করিয়া তাহাদের শাস্তির আওতায় আনা আবশ্যক। কেননা শিক্ষা বা বইয়ের প্রতি প্রেম বা মমত্ব না থাকিলে প্রকৃত জাতি গঠন সম্ভব নহে। ইহাছাড়া কেহ সুশিক্ষাও লাভ করিতে পারেন না। ইহা কোন নাশকতার অংশ কিনা তাহাও আমাদের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। কেননা ইহার আগে আমাদের দেশে স্কুল পোড়ানোর ঘটনাও ঘটিয়াছে। আবার সংশ্লিষ্ট স্কুলের যাহাতে ভাল রেজাল্ট না হয়, এমন ঈর্ষাপরায়ণতা হইতেও কেহ এই অপকর্ম করিতে পারে। কিন্তু ভাই বলিয়া জ্ঞানের আধার বই ছিঁড়িবার উৎসব করিয়া সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা হইবে তাহা কি ভাবা যায়? ইহা বইয়ের প্রতি এক ধরনের শত্রুতারও সামিল। অথচ বইয়ের ভূমিকা হইল বন্ধুসুলভ। শুধু তাহাই নহে, বই এমনই এক বন্ধু যে কখনও প্রতারণা করে না। এমন বন্ধুর প্রতি যাহারা শত্রুতা পোষণ করে তাহারা মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সংঘটিত এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত। বইয়ের মর্যাদা যাহারা বোঝে না এমন নির্বোধ বা মতলববাজরাই এই কাজ করিয়া থাকিতে পারে। তাহারা নিরক্ষর না হইয়া থাকিলে তাহারা জ্ঞানপাপী। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম তামিলনাড়ুর এক বইমেলায় প্রায় দুই লক্ষ মানুষের সমাবেশে একটি শপথ বাক্য পাঠ করাইয়াছিলেন; যাহার মর্ম হইল পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস করা এবং প্রজন্ম হইতে প্রজন্মান্তরে সমৃদ্ধ পারিবারিক লাইব্রেরি গড়িয়া তোলা। আমরা বই পড়ার গুরুত্বকে তুলিয়া ধরিতে এই মুহূর্তে আরও কয়েকজন মনীষীর কথা স্মরণ করিতে পারি। যেমন- স্পিনোজা বলিয়াছেন, ভালো খাদ্যবস্তুতে পেট ভরে কিন্তু ভালো বই মানুষের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার বলিয়াছেন, অন্তত ৬০ হাজার বই সঙ্গে না থাকিলে জীবন অচল। জন মেকলে বলিয়াছেন, প্রচুর বই নিয়া গরিব হইয়া চিলেকোঠায় বসবাস করিব, তবু এমন রাজা হইতে চাহিনা যে বই পড়িতে ভালোবাসে না। আর নর্মন মেনর আরেকধাপ আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন, বই পাঠরত অবস্থায় আমার যেন মৃত্যু হয়। এইসব বিখ্যাত উক্তিকে কোটালীপাড়ার ঐ ঘটনা যেন উপহাস করিতেছে। তবে দুষ্কৃতকারীদের মুখোশ উন্মোচন করিতে পারিলেই প্রকৃত রহস্যের কূল-কিনারা হইতে পারে।